দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে হইবে'

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষা আমাদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সংবিধানে খাদ্যের ও শিক্ষার একই স্থান। শিক্ষা উন্নয়নের চালিকা শক্তি এবং দারিদ্র্য নিরসনের প্রধান সহায়ক। দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও উহার সমাধানে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিবে।

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী গতকাল রবিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার' শীর্ষক দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা একটি জাতীয় ইস্যু। ইহাতে কোন ত্রুটি ও অবহেলার সুযোগ নাই। শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের একথা মনে রাখিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী গণশিক্ষা বাস্তবায়নে কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থার প্রশংসা করিয়া তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য অন্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, শিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পরের পরিপূরক। শিক্ষার প্রসার আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং '২000 সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'—এই লক্ষ্য অর্জনই সরকারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ রাখা হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রাথ-

(১১শ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী

(শেষ পৃ: পর)

মিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ এবং যুগ্ম সচিব খন্দকার সহিদুল ইসলাম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত শিক্ষাবর্ষে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। গত বছরের সাফল্যের আলোকে এ বছর উহার নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ৩০ হাজার সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন স্কুলে একাধিক শিফট চালু করা হইয়াছে। জরুরী ভিত্তিতে আরও বহুসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি নূতন বিভাগ গঠন করা হয় এবং উহা প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথে বিরাজমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স কাজ করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সার্কভুক্ত শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে শিক্ষার হার প্রায় ৯০ শতাংশ। আমাদের অনগ্রসরতার মূল কারণ ব্যাপক নিরক্ষরতা। তুলনামূলকভাবে আমাদের সম্পদ কম। সম্পদের এই স্বল্পতা কাটাইয়া উঠার একমাত্র পন্থা হইতেছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি এবং ইহাই হইবে আমাদের মূলধন।